শাহাদাত

নাজাতের

সহজ পথ

এ কে এম নাজির আহমদ

শাহাদাত নাজাতের সহজ পথ

এ কে এম নাজির আহমদ

আহসান পাবলিকেশন

বাংলাবাজার ■ মগবাজার ■ কাঁটাবন

www.nagorikpathagar.org

শাহাদাত নাজাতের সহজ পথ

এ কে এম নাজির আহমদ

প্রকাশনায়
মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
আহসান পাবলিকেশন
বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৬৬০

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০০০
দ্বিতীয় প্রকাশ : মে ২০১৬
জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩
শাবান ১৪৩৭

প্রচ্ছদ : আইডিয়া প্রিন্টার্স
কম্পোজ : আহসান কম্পিউটার
কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৫৮৬১১৯৭৩

মুদ্রণে
র‍্যাকস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

মূল্য ঃ ষোল টাকা মাত্র

Shahadat Najater Sahaj Path Written by AKM Nazir Ahmad Published by Muhammad Golam Kibria, Ahsan Publication, Book & Computer Complex 38/3 Banglabazar, Dhaka-1100 First Print August 2000 2nd Print May 2016 Price Tk. 16.00 only

AP-135

www.nagorikpathagar.org

অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষা শাহাদাত। আর শাহাদাতের মর্যাদাও অসাধারণ। প্রত্যেক মুমিনেরই এই সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। আলকুরআন ও আলহাদীসের বিভিন্ন স্থানে এই সম্পর্কিত জ্ঞান ছড়িয়ে আছে। সেই জ্ঞানের সারকথা সম্মানিত পাঠক পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এই পুস্তিকায়। যেই মহান উদ্দেশ্যে এই প্রয়াস, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সেই উদ্দেশ্য সফল করুন। আমীন!

– লেখক

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শাহাদাত নাজাতের সহজ পথ

প্রথম প্রকারের শাহাদাত ঃ মৌখিক শাহাদাত

একজন মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে অপরাপর মানুষের কাছে এই কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা যে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন দর্শন ও জীবন বিধানই সত্য। এই জীবন দর্শন ও জীবন বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক সকল জীবন দর্শন ও জীবন বিধান মিথ্যা। মুখের ভাষায় এই কর্তব্য পালনেরই নাম মৌখিক শাহাদাত।

দ্বিতীয় প্রকারের শাহাদাত ঃ আমালী শাহাদাত

একজন মুমিনের আরো কর্তব্য হচ্ছে, তিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন দর্শন মনে-প্রাণে মেনে নিয়ে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধান অনুযায়ী নিজের জীবন ঢেলে সাজাবেন। তিনি মুখে যেই ইসলামের কথা বলবেন বাস্তবজীবনে সেই ইসলামের প্রতিফলন ঘটাবেন। নিজের কর্মকাণ্ডে ইসলামের এই অনুসৃতিরই নাম আমালী শাহাদাত।

উপরোক্ত দুই প্রকারের শাহাদাত সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন,

... هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.

"... তিনি তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম, পূর্বেও এই আলকুরআনেও। যাতে রাসূল হন তোমাদের ওপর (সত্যের) সাক্ষ্যদাতা আর তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবগোষ্ঠীর জন্য।" (সূরা আলহাজ : ৭৮)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا.

"আর এইভাবে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যমপন্থী উম্মাহ বানিয়েছি যাতে তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষ্যদাতা হও এবং রাসূল হয় তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা।" (সূরা আলবাকারাহ : ১৪৩)

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় প্রকারের শাহাদাত ঃ শত্রুর আঘাতে নিহত হওয়া

ইসলামবিরোধী শক্তির অতর্কিত হামলায় কিংবা যুদ্ধের ময়দানে স-ঈমান অবিচল ও দৃঢ়পদ থেকে শত্রুর আঘাতে নিহত হওয়ার নামও শাহাদাত।

এই পুস্তিকায় আমি তৃতীয় প্রকারের শাহাদাত সম্পর্কেই আলকুরআন ও আলহাদীসের বক্তব্যগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

১. মুমিনের জান-মাল আল্লাহর জন্যই নিবেদিত। যুদ্ধের ময়দানে তিনি প্রাণপণ লড়ে থাকেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ.

"অবশ্যই আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের জান-মাল কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। (দুশমনদেরকে) হত্যা করে ও নিজেরা নিহত হয়।" (সূরা আততাওবাহ : ১১১)

২. মুমিন যুদ্ধের ময়দান থেকে পালাতে পারেন না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ، وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗۤ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

"ওহে যারা ঈমান এনেছো, যখন তোমরা কাফিরদের মুখোমুখি হও, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না (পালিয়ো না)। যুদ্ধ কৌশল কিংবা নিজ বাহিনীর সাথে যুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত কেউ পিছু হটলে সে আল্লাহর ক্রোধ সাথে নিয়েই পিছু হটে। তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর সেটি অত্যন্ত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।" (সূরা আলআনফাল : ১৫, ১৬)

www.nagorikpathagar.org

৩. আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে যিনি নিহত হন কিংবা বিজয়ী হন তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট রয়েছে বিরাট প্রতিদান।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا.

“এবং যেই ব্যক্তি আল্লাহর পথে লড়াই করে নিহত কিংবা বিজয়ী হয় আমি তাকে বিরাট প্রতিদান দেবো।” (সূরা নিসা : ৭৪)

৪. আল্লাহর পছন্দনীয় দুইটি বিন্দু।

আল্লাহর রাসূলের (সা.) একটি হাদীস থেকে জানা যায় দুইটি বিন্দু আল্লাহর অতি পছন্দনীয়। আর সেইগুলো হচ্ছে ঃ

قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوْعٍ فِيْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهْرَاقُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

“আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনরত অশ্রুবিন্দু ও আল্লাহর পথে নিবেদিত রক্তবিন্দু।” (আবু উমামাহ (রা.) ॥ জামে আততিরমিযী)

৫. শহীদ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেন না।

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন,

مَا يَجِدُ الشَّهِيْدُ مَسَّ الْقَتْلِ اِلَّا كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ.

“একজন শহীদ হত্যার যন্ত্রণা ততোটুকুই অনুভব করে যতোটুকু তোমরা অনুভব কর চিমটির যন্ত্রণা।” (আবু হুরাইরাহ (রা.) ॥ জামে আততিরমিযী, সুনানু আন-নাসায়ী, সুনানু আদদারেমী)

৬. আল্লাহ মুমিনদের পরীক্ষা ও তাঁদের কিছু সংখ্যককে শাহাদাতের মর্যাদা দেবার জন্য সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ط وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ
ج وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ.

“এখন যদি তোমাদের ওপর আঘাত এসে থাকে এমন আঘাত তো ইতোপূর্বে

www.nagorikpathagar.org

তোমাদের প্রতিপক্ষের ওপরও এসেছিলো। এটি সময়ের আবর্তন যা আমি মানুষের মাঝে ঘটিয়ে থাকি। আর আল্লাহ জানতে চান তোমাদের মধ্যে কারা (খাঁটি) মুমিন এবং তিনি চান তোমাদের মধ্য থেকে কিছু শহীদ গ্রহণ করতে।" (সূরা আলে ইমরান : ১৪০)

৭. শাহাদাতের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা সত্যে পরিণত করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ز وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً.

"মুমিনদের মাঝে এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহর নিকট কৃত ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছে। তাদের কেউ কেউ তাদের লক্ষ্যে পৌছে গেছে। কেউ কেউ সময় আসার অপেক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের নীতি পরিবর্তন করেনি।" (সূরা আলআহযাব : ২৩)

৮. আল্লাহ শহীদের আমল বিনষ্ট হতে দেন না।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ.

"এবং যেই সব লোক আল্লাহর পথে নিহত হয় আল্লাহ তাদের কৃত কর্মগুলো নষ্ট হতে দেন না।" (সূরা মুহাম্মাদ : ৪)

৯. আল্লাহ শহীদের সব গুনাহ মাফ করে দেন।

আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলেন,

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ.

"অতএব যারা একমাত্র আমার জন্যই হিজরাত করেছে, তাদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছে এবং আমার পথে লড়াই করে নিহত হয়েছে আমি তাদের সব

www.nagorikpathagar.org

গুনাহ মাফ করে দেবো ও তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার নীচে ঝর্নাধারা প্রবাহিত।" (সূরা আলে ইমরান : ১৯৫)

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন,

يَغْفِرُ اللّٰهُ لِلشَّهِيْدِ كُلَّ ذَنْبٍ اِلَّا الدَّيْنَ.

"আল্লাহ শহীদের ঋণ ছাড়া আর সব কিছু মাফ করে দেবেন।" (আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) ॥ সহীহ মুসলিম)

১০. আল্লাহর পথে যিনি নিহত হন কিংবা মারা যান তিনি আল্লাহর ক্ষমা ও করুণা লাভ করে ধন্য হন।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ.

"এবং তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মারা যাও তোমরা আল্লাহর ক্ষমা ও করুণা লাভ করবে যা উত্তম বিরুদ্ধবাদীরা যা সঞ্চয় করে তা থেকে।" (সূরা আলে ইমরান : ১৫৭)

১১. শহীদ আল্লাহর সান্নিধ্যে উত্তম রিযক লাভ করে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ط
وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ.

"এবং যারা আল্লাহর পথে হিজরাত করেছে, অতপর নিহত হয়েছে কিংবা মারা গেছে আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উত্তম রিযক দেবেন। আর আল্লাহই তো সর্বোত্তম রিযকদাতা।" (সূরা আলহাজ : ৫৮)

১২. আল্লাহ শহীদকে মৃত মনে করতে নিষেধ করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ.
فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ.

www.nagorikpathagar.org

“এবং যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তোমরা তাদেরকে মৃত মনে করো না। বরং তাঁরা জীবিত ও তাদের রবের নিকট তারা রিযক পাচ্ছে। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে যা কিছু দিয়েছেন তা পেয়ে তারা আনন্দিত।” (সূরা আলে ইমরান : ১৬৯, ১৭০)

১৩. আল্লাহ শহীদদের মৃত বলতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ.

“এবং যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত অথচ এই সম্পর্কে তোমাদের চেতনা নেই।” (সূরা আলবাকারাহ : ১৫৪)

১৪. আল্লাহর পথে আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি মিসকের সুঘ্রাণ নিয়ে হাশরের ময়দানে হাজির হবেন।

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন,

وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَاِنَّهَا تَجِئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَغْزَرِ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ وَرِيْحُهَا كَالْمِسْكِ.

“যেই ব্যক্তি আল্লাহর পথে আঘাত-প্রাপ্ত হয়েছে কিংবা যার গায়ে আঁচড় কাটা হয়েছে কিয়ামাতের দিন সে তা তাজা অবস্থায় নিয়ে হাজির হবে। এর রঙ হবে জাফরানি ও সুঘ্রাণ হবে মিসকের।” (মুয়ায (রা.) ॥ জামে আততিরমিযী, সুনানু আবী দাউদ)

১৫. আল্লাহর আদালতে শহীদের কোন জওয়াবদিহিতা নেই।

একজন মুজাহিদ কোন অবস্থাতেই পিছু না হটে অবিরাম লড়াই করে যখন শহীদ হন মহান আল্লাহ তাঁর বীরত্ব দেখে হাসেন।

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন,

وَاِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ اِلٰى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ.

“আর তোমার রব যার ওপর দুনিয়ার জীবনে হাসেন (আখিরাতে) তার কোন হিসাব (জওয়াবদিহিতা) নেই।” (না'য়ীম ইবনু হাম্মার (রা.) ॥ মুসনাদে আহমাদ)

www.nagorikpathagar.org

১৬. শ্রেষ্ঠ শহীদ

শ্রেষ্ঠ শহীদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন,

اَلَّذِيْنَ اِنْ يَلْقَوْا فِى الصَّفِّ لَا يَلْفِتُوْنَ وُجُوْهَهُمْ حَتّٰى يُقْتَلُوْا.

"শ্রেষ্ঠ শহীদ তো তারা যারা পিছু না হটে (পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করে) যুদ্ধ করতে করতে নিহত হয়েছে।" (না'য়ীম ইবনু হাম্মার (রা.) ॥ মুসনাদে আহমাদ)

১৭. শহীদের বাসস্থান।

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন,

اُولٰٓئِكَ يَنْطَلِقُوْنَ فِى الْغُرَفِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ.

"তারা (শহীদগণ) জান্নাতের অতি উচ্চ ভবনে অবস্থান করবে।" (না'য়ীম ইবনু হাম্মার (রা.) ॥ মুসনাদে আহমাদ)

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন,

رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِيْ فَصَعِدَا بِى الشَّجَرَةَ فَاَدْخَلَانِىْ دَارًا هِىَ اَحْسَنُ وَاَفْضَلُ لَمْ اَرَقَطُّ اَحْسَنَ مِنْهَا قَالَا اَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ.

"আমি রাতে (স্বপ্নে) দুই ব্যক্তিকে আমার নিকট আসতে দেখি। তারা আমাকে নিয়ে একটি গাছে উঠে। তারপর আমাকে নিয়ে যায় একটি ভবনে। সেটি ছিলো অতি সুন্দর। এর চেয়ে সুন্দর ভবন আমি কখনো দেখিনি। তারা দুইজন আমাকে জানালো যে ঐটি হচ্ছে শহীদদের ভবন।" (সামুরাহ (রা.) ॥ সহীহ আলবুখারী)

১৮. শহীদের ছয়টি বিশেষত্ব।

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন,

لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللّٰهِ سِتُّ خِصَالٍ : يُغْفَرُ لَهٗ فِى اَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيُرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ يَاْمَنُ مِنْ فَزَعِ الْاَكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلٰى رَاْسِهٖ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوْتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيُشَفَّعُ فِيْ سَبْعِيْنَ مِنْ اَقَارِبِهٖ.

www.nagorikpathagar.org

"আল্লাহর নিকট শহীদের ছয়টি বিশেষত্ব ঃ

১. তার দেহের প্রথম রক্ত বিন্দু বের হওয়ার সাথে সাথেই তাকে মাফ করে দেয়া হয় ও জান্নাতে তার অবস্থান স্থল তাকে দেখানো হয়।

২. তাকে কবর আযাব থেকে রেহাই দেয়া হয়।

৩. তাকে কিয়ামাতের মহাভীতি থেকে নিরাপদ রাখা হবে।

৪. তার মাথায় এমন তাজ পরানো হবে যার একটি ইয়াকুত হবে দুনিয়ার সমগ্র সম্পদের চেয়ে অধিক মূল্যবান।

৫. বাহাত্তর জন ডাগর চোখওয়ালা হুরকে তার স্ত্রী বানিয়ে দেয়া হবে।

৬. সত্তর জন নিকটাত্মীয়ের জন্য সে শাফায়াত করতে পারবে।" (মিকদাম ইবনু মাদীকারাব (রা.) ॥ জামে আততিরমিযী)

১৯. শহীদ বার বার দুনিয়ায় এসে শাহাদাত লাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবেন।

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন,

مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ الشَّهِيْدُ يَتَمَنّٰى اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشَرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ.

"যেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে দুনিয়ার সব কিছু তাকে দেয়া হলেও সে আর দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে না। ব্যতিক্রম হচ্ছে শহীদ। তাকে যেই সম্মান দেয়া হবে তা দেখে সে দশবার দুনিয়ায় ফিরে এসে আল্লাহর পথে লড়াই করে দশবার শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে।" (আনাস ইবনু মালিক (রা.) ॥ সহীহ আলবুখারী, সহীহ মুসলিম)

২০. বিশুদ্ধ নিয়াত শাহাদাত কবুলের পূর্বশর্ত।

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন,

اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعْمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اِسْتَشْهَدْتُ قَالَ كَذَبْتَ

وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُّقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِيَ فِى النَّارِ.

"শেষ বিচারের দিন প্রথম পর্বে এমন এক ব্যক্তির বিচার হবে যে শহীদ হয়েছে। তাকে (আল্লাহর আদালতে) হাজির করে আল্লাহ-প্রদত্ত সকল নিয়ামাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে এসব নিয়ামাত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ এই সব নিয়ামাত পেয়ে সে কি করেছে। সে বলবে, "আমি আপনার পথে লড়াই করে করে শেষ পর্যন্ত শাহাদাত বরণ করেছি।" আল্লাহ বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি বীর রূপে খ্যাতি অর্জনের জন্য লড়াই করেছো। সেই খ্যাতি তুমি (দুনিয়ায়) পেয়েছো।" অতপর তার সম্পর্কে ফায়সালা দেয়া হবে, তাকে উপুড় করে পা ধরে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (আবু হুরাইরাহ (রা.) ॥ সহীহ মুসলিম)

উল্লেখ্য যে শুধুমাত্র শাহাদাতই নয় সালাত (নামায), সাউম (রোযা), যাকাত, হাজ, সাদাকাহ (দান), জিহাদ তথা সকল নেক আমল বিশুদ্ধ নিয়াতসহকারে সম্পন্ন না হলে আল্লাহ নিকট গৃহীত হয় না। একজন মুমিনের সকল পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার ও সকল নেক কাজ সম্পাদন করার একমাত্র লক্ষ্য হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তোষ অর্জন।

২১. শাহাদাতের তামান্নার গুরুত্ব।

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন,

مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ.

"যেই ব্যক্তি আন্তরিকভাবে শাহাদাত কামনা করে, শহীদ না হলেও তাকে শহীদের মর্যাদা দেয়া হয়।" (আনাস ইবনু মালিক (রা.) ॥ সহীহ মুসলিম)

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন,

مَنْ سَئَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهٖ.

"যেই ব্যক্তি সাচ্চা দিলে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা করে ঘরে বিছানায় শায়িত থেকে মারা গেলেও আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দেন।" (সাহল ইবনু হুনাইফ (রা.) ॥ সহীহ মুসলিম)

www.nagorikpathagar.org

২২. আসহাবে রাসূলের শাহাদাতের তামান্না।

আসহাবে রাসূল শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁদের অন্তরে ছিলো শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সেই জন্য যুদ্ধের ময়দানে তাঁরা ছিলেন অকুতোভয় বীর। দুইটি ঘটনা এখানে উদাহরণ হিসেবে পেশ করছি।

ক. বদর যুদ্ধের ঘটনা।

মুশরিক বাহিনী বদরে পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহর রাসূল (সা.) মুসলিম মুজাহিদদের নিয়ে বদরে পৌঁছে যান। এরপর মুশরিক বাহিনী সেখানে পৌঁছে। এই সময় মুসলিমদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন,

قُوْمُوْا اِلٰى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ قَالَ يَقُوْلُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْاَنْصَارِىُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ قَالَ نَعَمْ قَالَ بَخٍ بَخٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَحْمِلُكَ عَلٰى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ قَالَ لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلَّا رَجَاءَ اَنْ اَكُوْنَ مِنْ اَهْلِهَا قَالَ فَاِنَّكَ مِنْ اَهْلِهَا فَاَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرْنِهِ فَجَعَلَ يَاْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ اَنَا حَيِيْتُ حَتّٰى اٰكُلَ تَمَرَاتِىْ هٰذِهٖ اِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيْلَةٌ قَالَ فَرَمٰى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتّٰى قُتِلَ.

“এবার তৈরি হয়ে যাও জান্নাতের জন্য যার বিস্তৃতি আসমান ও পৃথিবীর সমান।” এই কথা শুনে উমাইর ইবনুল হুমাম আল আনসারী (রা.) বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল, জান্নাতের বিস্তৃতি আসমান ও পৃথিবীর সমান? তিনি বললেন, “হ্যাঁ।” উমাইর ইবনুল হুমাম বলে উঠলেন, “বাহ্ বাহ্।” আল্লাহর রাসূল বলেন, “এতে অবাক হয়ে বাহ্ বাহ্ বলার কী আছে!” উমাইর ইবনুল হুমাম বললেন, “না, আল্লাহর কসম, এই কথা আমি এই আশায় বলেছি যাতে আমি এর অধিবাসী হতে পারি।” আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন, “হ্যাঁ। তুমি অবশ্যই জান্নাতের অধিবাসী হবে।” এই কথা শুনে উমাইর ইবনুল হুমাম তাঁর তীরদানী থেকে কিছু খেজুর বের করে খেতে শুরু করেন। তারপর তিনি বলেন, “এই খেজুরগুলো শেষ করা পর্যন্ত আমি যদি বেঁচে থাকতে চাই সে তো দীর্ঘ

www.nagorikpathagar.org

সময়।" এই বলে তিনি অবশিষ্ট খেজুরগুলো ছুড়ে ফেলে দেন এবং অস্ত্র হাতে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে কাফিরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধ করতে করতে এক সময় তিনি শত্রুর আঘাতে শহীদ হয়ে যান।" (আনাস ইবনু মালিক (রা.) ॥ সহীহ্ মুসলিম)

খ. উহুদ যুদ্ধের ঘটনা।

আনাস ইবনু নাদার (রা.) বদর যুদ্ধে অংশ নিতে পারেন নি। সেই জন্য তাঁর মনে দারুণ আফসোস ছিলো। উহুদ যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে সা'দ ইবনু মুয়াযের সাথে তাঁর দেখা। তিনি বলেন,

يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ إِنِّى أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُوْنِ أُحُدٍ.

"ওহে সা'দ ইবনু মুয়ায, আননাদারের রবের শপথ করে বলছি। আমি উহুদের ঐদিক থেকে জান্নাতের খুশবু পাচ্ছি।" অতপর তিনি শত্রুদের দিকে এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন।

২৩. অন্যান্য প্রকারের শহীদ

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন,

اَلشُّهَدَآءُ خَمْسَةٌ : اَلْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِيْقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيْدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

"শহীদ পাঁচ প্রকারের। মহামারীতে মৃত, কলেরায় মৃত, পানিতে ডুবে মৃত, দেয়াল চাপা পড়ে মৃত ও আল্লাহর পথে লড়াইতে নিহত।" (আবু হুরাইরাহ (রা.) ॥ সহীহ্ আলবুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন,

مَنْ قُتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِى الطَّاعُوْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِى الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَالْغَرِيْقُ شَهِيْدٌ.

"যেই ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হলো সে শহীদ, যেই ব্যক্তি আল্লাহর পথে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করলো সে শহীদ, যেই ব্যক্তি মহামারীতে মারা গেলো সে শহীদ, যেই ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মারা গেলো সে শহীদ এবং যেই ব্যক্তি পানিতে

www.nagorikpathagar.org

ডুবে মারা গেলো সে শহীদ।" (আবু হুরাইরাহ (রা.) ॥ সহীহ আলবুখারী, সহীহ মুসলিম)

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন,

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

"যেই ব্যক্তি নিজের অর্থ-সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়েছে সে শহীদ।" (আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) ॥ সহীহ আলবুখারী, সহীহ মুসলিম)

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন,

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ اَهْلِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

"যেই ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ, যেই ব্যক্তি আত্মরক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ, যেই ব্যক্তি নিজের দ্বীনের হিফাজাত করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ এবং যেই ব্যক্তি নিজের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।" (আবুল আ'ওয়ার সায়ীদ ইবনু যায়িদ (রা.) ॥ সুনানু আবী দাউদ, জামে আততিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

লেখকের অন্যান্য বই

- আদর্শ মানব মুহাম্মদ (সা)
- আল্লাহর দিকে আহবান
- মহানবীর (সা) মহান আন্দোলন
- ইসলামের সোনালী যুগ
- ইসলামী সংগঠন
- আল হায়াতুদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ
- দৃষ্টি ও দৃষ্টিকোণ
- পুরুষ ও মহিলাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র
- আদর্শ শিক্ষক
- ইসলামী নেতৃত্ব
- বাংলাদেশে ইসলামের আগমন
- ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নতি
- ইসলামের দৃষ্টিতে সাংগঠনিক আচরণ
- ইসলামের দৃষ্টিতে ভালো ব্যবহার
- বর্তমান সভ্যতার সংকট
- বর্তমান মুসলিম সমাজ ও তাবলীগে দীন
- উসমানী খিলাফাহ
- মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) সমাজ-বিপ্লব
- ইসলামের দৃষ্টিতে পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য
- Islamic Dawah Organization
- মাওলানা মওদূদী

আহসান পাবলিকেশন
Ahsan Publication
www.ahsanpublication.com
/ahsanpublication